15

18 OCT 1996

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 OCT 1996 . . . . . .
পৃষ্ঠা . কলাম . . . . .

লক্ষ্মীপুরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

লক্ষ্মীপুর, ১৭ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- লক্ষ্মীপুর জেলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্য গম-চাল নিয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তাগণ ক্ষমতা অপব্যবহার করেছেন। অপরদিকে, গুদাম হতে চাল উত্তোলনের সময় বাধ্যতামূলক ঘাটতি এবং নানা প্রকার চাঁদা ও ঘুষের মাশুল শেষ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ সকল ঘুষ, ঘাটতি, চাঁদা ও অতিরিক্ত খরচের অজুহাতে ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত পরিমাণ চাল পাচ্ছে না। প্রতি ছাত্রছাত্রীকে ৫/৬ কেজি চাল কম দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগে জানা গেছে।

এক অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, বরাদ্দকৃত কার্ডের অর্ধেকই ভুয়া। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রদত্ত তথ্য অনুপাতে লক্ষ্মীপুর জেলায় ১৪টি ইউনিয়নের ৩শ' ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ৩৮ হাজার ৭৬ জন। আর সুবিধা-ভোগী একক পরিবারের সংখ্যা ৩৬ হাজার ৮শ' ৯১। গত ২/৩ মাসে চাল বিতরণে সরকারি কোন নিয়মনীতি মানা হয়নি। সরকারি নিয়ম অনুপাতে একক কার্ডধারী ১২ কেজি এবং একাধিক কার্ডধারী পরিবারের '১৬ কেজি করে চাল পাওয়ার কথা থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের দেয়া হচ্ছে ৫ হতে ৭ কেজি কম। তদুপরি চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে ৬/৭ কেজির বেশি দেয়া হয় না। এভাবে চাল বিতরণের পর উদ্বৃত্ত চাল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক এবং খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যায়। কয়েকটি ব্যবস্থাপনা পরিষদের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনাকালে জানা গেছে যে, নানা প্রকার উৎকোচ, চাঁদা, গুদামে চাল উত্তোলন করতে গিয়ে বাধ্যতামূলক ঘাটতির কারণে তারা ছাত্রছাত্রীদের চাল কম দিতে বাধ্য হয়। অন্যথায় চাল উত্তোলন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বরাদ্দকৃত চাল খাদ্য গুদাম হতে উত্তোলনের সময় থানা খাদ্য কর্মকর্তা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার উপস্থিত থেকে খাদ্যের গুণগত মান এবং ওজন পরীক্ষা করার কথা। অথচ বাস্তবে দেখা যায় থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের সভাপতি সরাসরি খাদ্যগুদাম থেকে মাল উত্তোলন করছে। ডিও গ্রহণের সময় বস্তাপ্রতি ২৫ টাকা, ওজনদারকে ১০ টাকা, গুদাম কর্মকর্তাকে ২০ টাকা, কুলি খরচ বাবত ৪ টাকা প্রদান করতে হয়। এরপরও বস্তাপ্রতি ৪/৫ কেজি চাল কম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এ চাল নিয়ে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ কর্মকর্তাগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। জেলা শিক্ষা অফিস ও নানা শিক্ষা অফিসের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে যে, ভুয়া কার্ডের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত চালের অর্ধেকই আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগে জানা গেছে।